চিত্র শোভনার প্রথম নিবেদন

শাস্তি

পরিচালনা :
দয়াভাই

প্রযোজনা :
শোভনা প্যাটেল

সঙ্গীত :
ওস্তাদ আলী আকবর খান

কাহিনী :
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

চিত্রনাট্য :
শাকুচ

চিত্র-গ্রহণ :
সুধীশ ঘটক

শব্দ গ্রহণ :
মৃণাল গুহ ঠাকুরতা
সুজিত সরকার

সঙ্গীত গ্রহণ :
শ্যামসুন্দর ঘোষ
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

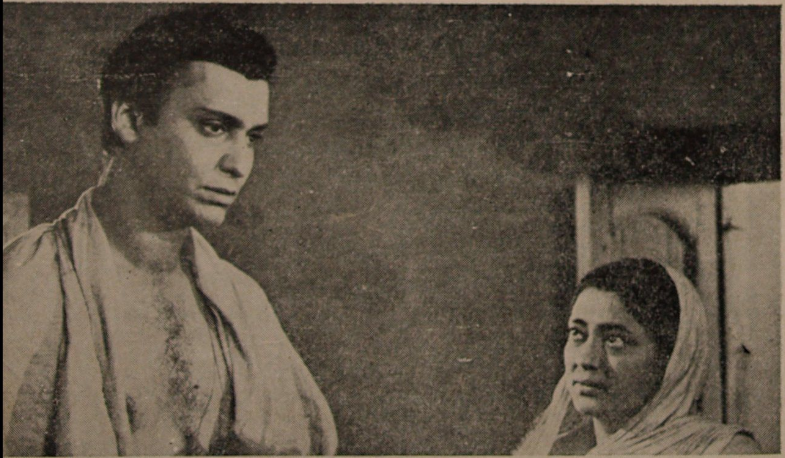

প্রচার শিল্পী :
সর্ব্বাণী রায়, শিখা পাল, মানিক মুখোপাধ্যায়

কাহিনী

পাশ আর ফেল।

ডাক্তারী পরীক্ষায় সোনার মেডেল নিয়ে পাশ ক'রে ভুবন ডাক্তার গ্রামে ফিরে দেখে আর একটা চরম পরীক্ষা তার জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে।

ছেলে ডাক্তার হবে। বিশ পঁচিশ খানা গ্রামের অভাব দূর হবে—এই প্রেরণাতেই বাপ ভূজঙ্গ মুখুজ্জে তার পড়াবার খরচ যোগাতে ভিটেমাটি যথাসর্ব্বস্ব হরিধন কুণ্ডুর কাছে বাঁধা রেখে চোখ বুঁজেছেন ... ...

কিন্তু দমল না ভূবন। আরো কিছু ধার নিয়ে গ্রামে ডিসপেনসারি খুলে বসল—ডাক্তার ভূবন মুখার্জ্জী, এম. বি.।

গ্রামের যা নিয়ম। রুগী হ'লেও আয় হ'ল না। দেনাই বেড়ে চলল। চরম দারিদ্র্যের দোরগোড়ায় এসে যখন দাঁড়িয়েছে তখনই এল প্রীতির বিদ্রূপের চিঠি, ভূবনের জন্য একটী চাকরীর খবর নিয়ে। কলকাতার পিতৃবন্ধু রায় বাহাদুরের বিদুষী মেয়ে প্রীতি—একদিন যার সঙ্গে রঙ্গীন ফানুষ উড়িয়েছিল ভূবন। তারপর গ্রামে ডাক্তারী করার আদর্শকে বাঁচাতে সব সম্পর্ক ছিঁড়ে চলে এসেছে......

আঘাতের ওপর আঘাত।

ভূবন ডাক্তার গিয়েছিল বাল্যবন্ধু লতিফ শিকদারের সঙ্গে অসুস্থা নুরুন্নেসাকে দেখতে। তার সঙ্গেই লতিফের বিয়ের কথা। বাড়ী ফিরতেই মাথা ঘুরে গেল তার হরিধন কুণ্ডুকে দেখে। আদালতের পাইক পেয়াদা নিয়ে এসেছে সে ভূবনের ভদ্রাসনটুকু ক্রোক করতে ... ...

দুটো দিন সময় নিল বটে ভূবন। কিন্তু কি হবে তাতে? তাকে বেচলেও যে পাঁচ হাজার টাকা হবে না।

পাশ আর ফেল।

কোনো পরীক্ষাতেই কোনোদিন ফেল করেনি ভূবন ডাক্তার। আজও এ পরীক্ষায় সে হার মানবে না। আত্মহত্যাতেই কৃতসংকল্প হ'ল সে। . . .

নিশুত রাতে ডিসপেনসারীতে যখন বিষ নিয়ে বসেছে সে—তখনই এল জনাই খাঁ তাকে ডাকতে। নুরুর অবস্থা খারাপ। জনাই খাঁ নুরুর কাকা। সে চায় না লতিফের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে নুরুর সম্পত্তিটা হাতছাড়া হোক ··· আর সে যা চায় তাই হয় ··· ···

নুরুকে পরীক্ষা ক'রে চমকে উঠল ভূবন ডাক্তার—বিষ দেওয়া হয়েছে তাকে। এখুনি সে বিষ বার করে দিতে না পারলে বাঁচানো যাবে না। ছুটল ভূবন আবার তার ডিসপেনসারির দিকে।

কিন্তু পথেই তাকে থামাল জনাই। কি হবে নুরুকে বাঁচিয়ে? তার চেয়ে ভূবন মরতে যাচ্ছিল যে অসুখে, তার ওষুধ রয়েছে জনাই-এর হাতে। পাঁচ হাজার টাকা। আরো লাগলে আরো ··· ···

পাশ আর ফেল।

সেদিন জীবনের পরীক্ষায় বুঝি প্রথম ফেল করল ভূবন ডাক্তার। কুণ্ডুকে টাকা দিতে আশীর্ব্বাদ করে গেল সে। ভিটেটুকু রক্ষা পেল। মার মুখেও হাসি ফুটল।

কিন্তু? তারপর?

তার পরের অধ্যায় সংক্ষিপ্তই হ'ল। লতিফের সন্দেহ। পুলিসের তদন্ত। জনাই খাঁর ফাঁসী ··· আর ভূবন ডাক্তারের সাত বৎসরের মেয়াদ। আর সে আঘাতে তার মার মৃত্যু ··· ···

কিন্তু ভূবন ডাক্তারের কাহিনীর এখানে শেষ নয়—সুরু। যখন সাত বৎসর পরে সে তার শ্মশানভিটের তালা খুলল। লতিফ শাসিয়ে গেল তাকে, পরম সুহৃদ পিতৃবন্ধু নন্দ ডাক্তার জানিয়ে গেলেন এখানে থাকা হবে না তার ··· আর সবাই বললে ছি ছি ··· ···

শুধু মাতৃসমা প্রতিবেশিনী সদু মাসীমা বললেন—আহা, ভিটেটায় তবু এবার বাতি পড়বে। আর তাঁর মেয়ে নির্ম্মলা — নিমি — যার সঙ্গে একদিন ভূবনের বিয়ের কথা হয়েছিল, যে বললে তার ভুবনদা কোনো অন্যায়ই কখনো করতে পারে না—

ভূবন ডাক্তার আবার সুরু করবে তার পিতৃসত্য পালনের ব্রত। এই গ্রামেই আবার ডাক্তারী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে হবে তাকে।

জীবনের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার চমকপ্রদ তার সেই পণ।

সঙ্গীত

১

চরণ ধরিতে দিও গো আমারে,
নিওনা নিওনা সরায়ে—
জীবন মরণ সুখ দুঃখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে
স্খলিত শিথিল কামনার ভার,
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর।
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিও হার
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।
চির পিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী,
তোমার কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দিন আপনারে
পারিনা ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে
তোমারি করিয়া নিও গো আমারে,
বরণের মালা পরায়ে॥

২

মরি মরি পরেছে রাই শ্যাম অলংকার
শ্যাম-গরবে গরবিনীর সেইতো অহংকার
আহা সেই তো অহংকার।
বসন ভূষণ বঁধু বঁধুয়া হৃদয় মধু
বঁধু নামে বাজে অঙ্গে পুলক ঝঙ্কার
আহা সেই তো অহংকার।
মরি মরি পরেছে রাই শ্যাম অলংকার
শ্যাম-গরবে গরবিনীর সেই তো অহংকার
আহা সেই তো অহংকার॥

(রবীন্দ্র সংগীত)

আজি মর্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে
মম পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে
থরথর কম্পন লাগিল রে।
কোন ভিখারী হায় রে
এলো আমার এ অঙ্গন দ্বারে
বুঝি সব মন ধন মম মাগিল রে।
হৃদয় বুঝি তারে জানে,
কুসুম ফোটায় তারি গানে।
আজি মম অন্তর মাঝে
সেই পথিকেরই পদধ্বনি বাজে
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙ্গিল রে॥

সুখ নদীর ঘাটে ও আমার মন ভ্রমরা
গুঞ্জরে গুনগুন, গুনগুন গুনগুন।
কাহারে গুণে গুণ করেছে এমন যাগুন
ডালিম ফুলে লাগে রঙ্গিলা আগুন
রঙ্গিলা আগুন।
গুঞ্জরে গুনগুন গুনগুন গুনগুন
সুখ নদীর ঘাটে॥

রবীন্দ্র সঙ্গীত
কণ্ঠ : নীলিমা সেন, সাগর সেন
তত্ত্বাবধানে : অনাদি দস্তিদার, মায়া সেন

অপর গানগুলির গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত
কণ্ঠ : স্নিগ্ধা বসু, শিপ্রা চক্রবর্তী

যন্ত্র সঙ্গীত : রাম নারায়ন মিশ্র (সারেঙ্গী), ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ (সরোদ), আশীষ খাঁ (সরোদ)
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার), রাধাকান্ত নন্দী (মৃদঙ্গাদি)

সম্পাদনা : সুকুমার সেনগুপ্ত
ব্যবস্থাপনা : মুকুল চৌধুরী
শিল্পনির্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায়
সহকারী : সুরেশ চন্দ্র
আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য
ভবরঞ্জন দাস
অনিল পাল
সুভাষ ঘোষ

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনা : রঞ্জন মজুমদার
গৌরী দেবী
সুব্রত রায়
সঙ্গীত : আশীষ খাঁ
চিত্র শিল্পী : পঙ্কজ দাস (খোকন)
মিণ্টু দাস গুপ্ত
ব্যবস্থাপনা : নিতাই সরকার
রতি
যতিন
রমেশ
শব্দযন্ত্রে : সুনিল রাম
সম্পাদনা : চিত্ত দাস
রূপসজ্জা : ভীম
প্রচার শিল্পী : সর্ব্বাণী রায়
মাণিক মুখোপাধ্যায়
শিখা পাল
অঙ্কণ : দিগেন ষ্টুডিও
রূপসজ্জা : গোপাল হালদার
বেশকারী : বরেণ দত্ত
সুত্রধর : বর্জ্জু সর্দ্দার
ছেদীলাল শর্মা
পরিচ্ছদাদি : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই

টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে R. C. A. শব্দযন্ত্রে গৃহীত,
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত ও ধ্বনি সংযোজিত।

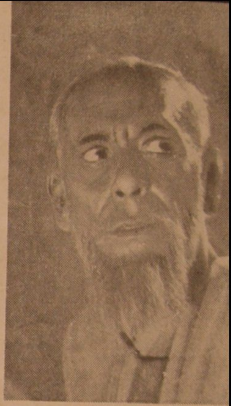

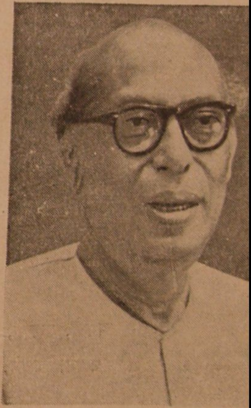

চরিত্র চিত্রণ :

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যা রায়

মালবিকা গুপ্তা

সবিতাব্রত

সন্তোষ সিংহ

পদ্মা দেবী

তুলসী চক্রবর্তী

অপর্ণা দেবী

কালী সরকার

রেবা দেবী

মনি শ্রীমানী

আশা দেবী

মিহির ভট্টাচার্য

অরুন্ধতী রায়

সুজিৎ চ্যাটার্জ্জী

জহর লাহিড়ী

অনিল গুহ

অবনী, সুরুচি, সুধীর, ননীলাল,

তপন, স্বপন, বুবলা (পার্ব্বতী)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শো ফার্মেসী

শ্রীমানব দে শুবসী (বেলগাছিয়া),

শ্রী অনিল গাঙ্গুলী (গুটিয়ারী)

শ্রীসুনীল কুমার ঘোষ

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ ও জনসাধারণ (রামেশ্বরপুর)

শ্রীতারাপদ চ্যাটার্জ্জী

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী ও জনসাধারণ (বালীগুড়ি)

একমাত্র পরিবেশক : **সিনে ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ**

৬৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Published by Cine Films Private Ltd., Printed at Anushilan Press, Calcutta-13